উপন্যাসঃ“একজন মুক্তিযোদ্ধার নীলকষ্ট” শেষ পর্বঃ

লেখক,কমলকান্ত রায় তালুকদার

আজ ২১শে মে ১৯৭১ সাল রোজ বুধবার।বিকালটায় ক্যাম্প কমান্ডার মালেক সিকদার আমার হাতে একটি পত্র দিলেন।নীল খামে মৌমিতার চিঠি।চিঠিটা পুরাতন নিয়মে নৌকার অবয়বে তৈরী।আজকের চিঠিটা খুলতে দেরী হচ্ছে।মনে মনে মৌমিতাকে গালি দিচ্ছি।নৌকার ভাঁজ খুলতে যে সময়টুকু যায়,তাতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়।তা কেন মৌ বুঝতে চায় না।

অবশেষে চিঠি খোলে আমার সারা গা ঘেমে যায়।মাথার উপর একটি কন্টিকারি পোঁকা ঘোর-পাক খেয়ে পড়ে যায়।মৌমিতার ১৩ বছরের যৌবনের সোনালী রং এর ফ্রগটাতে যে তিনটা বোতাম ছিল,তার একটি কুড়িয়ে পাওয়া বোতাম আমার চোখের সামনে চিকচিক করছে।আমি নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারছি না।মৌমিতার নীল খামে পাঠানু চিঠিতে আমার সৈনিক জীবনের না পাওয়ার তিল তিল করে গড়ে উঠা ভালবাসার নীলকষ্ট গুলি গুমরে কাঁদছে।হায়রে ভালবাসা।হায়রে নিয়তী।

মৌমিতা লিখেছে,আগামী ২৫শে মে ১৯৭১ রোজ রবিবার দিবাগত রাত মৌমিতার বিয়ে।মইলমছড়ার শরনার্থী শিবিরে তার বিয়ে বিয়ে অনুষ্টিত হবে।মৌমিতার পছন্দ-অপছন্দ নাকি পরিবারের কেউ ধার ধারেন না।আমি বিয়েতে যোগদান করলে সে নাকি সুখী হবে।

আজ কেন জানি মনে হলো,মৌমিতার দেয়া উপহার প্রভাবতী দেবী স্বরসতী লেখা‘সোনার সংসার’উপন্যাসটির সাক্ষী সুতায় বাঁধা সোনালী বোতামটি আমার সৈনিক জীবনের নীলকষ্টের একমাত্র সাক্ষী।এই সোনালী বোতামটি তার অবচেতন দৃষ্টিতে দেখেছে মৌমিতা ও আমার জীবনের বসন্ত,সুখ ও ভালবাসার পাওয়া-না পাওয়ার স্বপ্নকে।আমার সৈনিক জীবনের নীলকষ্টকে।মৌমিতার প্রতি ভালবাসা জমা এ সোনালী বোতামটি আমার ব্যাথাহত মুক্তিযোদ্ধার ক্ষনিক জীবনের প্রেয়সীর প্রাণের একান্ত অর্জিত ফসল।

আমি কখনো ভাবতেই পারিনি মৌমিতার ভালবাসার প্রবাল দ্বীপে আর কেউ থাকতে পারে-আমি নেই...আমি নেই।আমি জৈষ্ট্যের খড়রৌদ্রে অতিক্রান্ত এক খন্ড মেঘ।

তবুও মিনতী নতুন ভাবি বাংলাদেশের স্বাধীন মানুষের কাছে-এ রক্তে লেখা মুক্তিযোদ্ধার আত্মার আহুতিটুকু সকলের মাঝে প্রকাশ পায়।সকল ভালবাসার উর্ধ্বে দেশ।দেশের স্বাধীনতা।..... (মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি হতে).....

২৩ই মে ১৯৭১ শুক্রবার।মধ্যরাতের সন্মুখ যুদ্ধে মোহন রায় আব্দুল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে পাক-সেনার বুলেটের আঘাতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন।

‘সমাপ্তি’